গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
পুরাতন বিমান বন্দর ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
(www.bpsc.gov.bd)

সাধারণ নির্দেশাবলী

(কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল এবং উচ্চতর পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্য)

১। শুধুমাত্র জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকগণ এ পরীক্ষার/পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। যে সকল প্রার্থী কোন অ-বাংলাদেশী নাগরিককে বিবাহ করেছেন বা বিবাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন তারা আবেদন করার যোগ্য নন।

২। প্রার্থীকে *সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়* -এর অনুকূলে নন-ক্যাডার পরীক্ষার ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকার ট্রেজারী চালান-এর মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে। ট্রেজারী চালান-**১/০৮০১/০০০০/২০৩১** কোড নম্বরে করতে হবে।

৩। সোনালী ব্যাংক লিঃ- এর নিম্নোক্ত শাখাসমূহ থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণী এবং উচ্চতর স্কেলের সকল নন-ক্যাডার পদের আবেদনপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ব্যাংক খোলা থাকা সাপেক্ষে (রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত) নগদ ১০০/- (একশত) টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাবেঃ-

(১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
(২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, গ্রীণ রোড শাখা, ঢাকা।
(৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফার্মগেট শাখা, ঢাকা।
(৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা, ঢাকা।
(৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা।
(৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, সদরঘাট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা ।
(৭) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
(৮) সোনালী ব্যাংক লিঃ, মানিক মিয়া এভিনিউ শাখা, ঢাকা।
(৯) সোনালী ব্যাংক লিঃ, মগবাজার শাখা, ঢাকা।
(১০) সোনালী ব্যাংক লিঃ, মালিবাগ শাখা, ঢাকা।
(১১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ শাখা, ময়মনসিংহ।
(১২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, টাংগাইল শাখা, টাংগাইল।
(১৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর।
(১৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা।
(১৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রংপুর কর্পোরেট শাখা, রংপুর।
(১৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিনাজপুর কর্পোরেট শাখা, দিনাজপুর।
(১৭) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বগুড়া কর্পোরেট শাখা, বগুড়া।
(১৮) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রাঙ্গামাটি কর্পোরেট শাখা, রাঙ্গামাটি।
(১৯) সোনালী ব্যাংক লিঃ, নোয়াখালী কর্পোরেট শাখা, মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী।
(২০) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা কর্পোরেট শাখা, কুমিল্লা ।
(২১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, যশোর কর্পোরেট শাখা, যশোর।
(২২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, পটুয়াখালী কর্পোরেট শাখা, পটুয়াখালী।
(২৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কুষ্টিয়া শাখা, কুষ্টিয়া।
(২৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।
(২৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী ।
(২৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।
(২৭) সোনালী ব্যাংক লিঃ, সিলেট কর্পোরেট শাখা, সিলেট।
(২৮) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বরিশাল কর্পোরেট শাখা, বরিশাল ।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

৪। **<u>আবেদনপত্র ক্রয়কারী/প্রার্থীকে আবেদনপত্র ক্রয়ের সময় সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল সম্বলিত আবেদনপত্র এবং আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র দাখিলের সময় উক্ত রশিদের "আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্তির অংশ" অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আবেদনপত্র বাতিল হবে। রশিদের "প্রার্থীর অংশ" মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রদর্শনের জন্য প্রার্থীকে সংরক্ষণ করতে হবে।</u>**

৫। বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত পদে সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/আধা স্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থায়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরীরত ব্যক্তিদের ট্রেজারী চালান এবং প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটসহ তাঁদের আবেদনপত্র বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত আবেদনপত্র গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ ও সময়ের মধ্যে কমিশন সচিবালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌছাতে হবে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/সংস্থার ছাড়পত্রটি সাক্ষাৎকারের সময় দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে না ।

৬। মেধা, মহিলা, উপজাতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা না পাওয়া গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা প্রার্থীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সর্বশেষ সরকারী নির্দেশ অনুসরণ করা হবে। BPSC Form-3 (মূল আবেদনপত্র) এর মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত ১০ ও ১১ নং অনুচ্ছেদের যে কোন একটিতে 'হ্যাঁ' লিখলে প্রার্থীকে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট অথবা সাধারণ নির্দেশাবলীর অনুচ্ছেদ ৯ (৫) এর ক,খ ও গ-এ উল্লেখিত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৭। যে সব পদের বয়সসীমা ৩২ বছরের নীচে সে সব পদের ক্ষেত্রে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্যে বয়সের উর্দ্ধসীমা ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। অব্যাহতিপ্রাপ্ত/অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর নন-কমিশন্ড কর্মচারীর ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীতে তাঁর প্রকৃত চাকুরীর সর্বোচ্চ মেয়াদ পর্যন্ত বয়স শিথিলযোগ্য। তবে সরকারী চাকুরীর শেষ সীমায় (৫৯ বছর) উপনীত বয়সে অব্যাহতিপ্রাপ্ত/অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর নন-কমিশন্ড কর্মচারী সিভিল পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না । অব্যাহতিপ্রাপ্ত/অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর নন-কমিশন্ড কর্মচারীদের আবেদনপত্র/সুপারিশ সামরিক বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ড হেড কোয়ার্টারস এর মাধ্যমে সরকারী কর্ম কমিশনে প্রেরিত না হলে তা গ্রহণ করা হবে না ।

৮। প্রার্থী যে বিভাগীয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক সে বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কর্ম কমিশন সচিবালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

৯। প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সাথে গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নলিখিত সার্টিফিকেটসমূহের কপি সংযুক্ত করতে হবেঃ-

(১) **<u>বয়স প্রমাণের জন্যঃ</u>** এস.এস.সি/ সমতুল্য পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদপত্র-এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রবেশপত্র বা প্রশংসা পত্র এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) **<u>শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্যঃ</u>** শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্য বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্জিত সকল সনদ/ডিপ্লোমা/ডিগ্রীর মূল/সাময়িক সনদপত্র-এর সত্যায়িত ফটোকপি। মূল সনদ প্রদানে অপারগ হলে সাময়িক সনদ গৃহীত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ বিশ্বদ্যিালয় কর্তৃক প্রদত্ত মার্কশীট এ শর্তে গ্রহণযোগ্য হবে যে, সাক্ষাৎকারের পূর্বে মূল/সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

(৩) ৪ (চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রীকে মাষ্টার্স ডিগ্রীর সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা হয় । যে সকল পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা মাষ্টার্স ডিগ্রী চাওয়া হয় সে সকল পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রীধারীগণও আবেদন করার যোগ্য। ৪(চার) বছর মেয়াদি অনার্স ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ /মার্কসীট / প্রশংসাপত্রে যদি ৪(চার) বছর মেয়াদী কোর্স উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রী ৪(চার) বছর মেয়াদি মর্মে বিভাগীয় প্রধান/ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/ রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁদের অর্জিত অনার্স ডিগ্রী ৩(তিন) বছরের গণনা করা হবে।

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২.৩.২০১০ তারিখের শিম/শাঃ-১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪নং প্রজ্ঞাপন অনুসারে এস.এস.সি ও সমমান এবং এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা পাশের প্রচলিত জিপিএ/সিজিপিএ এর বিপরীতে পূর্বের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী নিম্নরূপে নির্ধারিত হবেঃ-

(ক.১) ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সনের এস.এস.সি ও সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষা ব্যতীত ২০০৪ ও তৎপরবর্তী সময়ের এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেঃ-

অর্জিত জিপিএ	*পূর্বের সমতুল্য বিভাগ/শ্রেণী*
৩.০০ বা তদুর্দ্ধ	প্রথম বিভাগ
২.০০ বা তদুর্দ্ধ কিন্তু ৩.০০ এর কম	দ্বিতীয় বিভাগ
১.০০ বা তদুর্দ্ধ কিন্তু ২.০০ এর কম	তৃতীয় বিভাগ

অঃ পৃঃ দ্রঃ

(ক.২) ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সনের এস.এস.সি ও সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রেঃ-

অর্জিত জিপিএ	*পূর্বের সমতুল্য বিভাগ/শ্রেণী*
৩.০০ বা তদুর্দ্ধ	প্রথম বিভাগ
২.০০ বা তদুর্দ্ধ কিন্তু ৩.০০ এর কম	দ্বিতীয় বিভাগ
১.০০ বা তদুর্দ্ধ কিন্তু ২.০০ এর কম	তৃতীয় বিভাগ

খ) **অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ-এর ক্ষেত্রেঃ-**

(খ.১) বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কেলে (৪ অথবা ৫) সিজিপিএ প্রদান করে সেই সিজিপিএ স্কেলকে ৮০% এর সমান নম্বর ধরতে হবে;

(খ.২) উক্ত নম্বরের অনুপাতে অর্জিত সিজিপিএ এর নম্বরকে শতকরা নম্বরে রূপান্তর করতে হবে;

(খ.৩) উপরিউক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নরূপে বিভাগ/শ্রেণী নির্ধারণ করতে হবেঃ

নিরূপিত নম্বর ব্যাপ্তি (শতকরা হারে)	*সমতুল্য শ্রেণী/বিভাগ*
৬০% বা তদুর্দ্ধ	প্রথম শ্রেণী/বিভাগ
৪৫% বা ততোধিক কিন্তু ৬০% এর কম	দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ
৩৩% বা ততোধিক কিন্তু ৪৫% এর কম	তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ

অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৪ অথবা ৫ স্কেলে সিজিপিএ প্রদত্ত হয়ে থাকলে, উপরিউক্ত (খ.১) ও (খ.২) অনুসারে শতকরা হার নিরূপনের জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করতে হবেঃ-

সূত্রঃ $$\frac{\text{৮০}}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (ক্ষেত্রমত ৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা নম্বর}$$

উদাহরণঃ *কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ পেয়ে থাকলে তাঁর অর্জিত শ্রেণী/বিভাগ হবে নিম্নরূপঃ-*

$\frac{\text{৮০}}{\text{৪}} \times \text{৩} = \text{৬০\%}$; অর্থাৎ তাঁর অর্জিত ফলাফল প্রথম শ্রেণী/বিভাগ বলে গণ্য হবে।

কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.০০ পেয়ে থাকলে তাঁর অর্জিত শ্রেণী/বিভাগ হবে নিম্নরূপঃ-

$\frac{\text{৮০}}{\text{৫}} \times \text{৩} = \text{৪৮\%}$; অর্থাৎ তাঁর অর্জিত ফলাফল দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ বলে গণ্য হবে।

গ্রেড ও শ্রেণী সমতার ব্যাপারে সরকার নূতন কোন নিয়ম/পদ্ধতি জারী করলে তা অনুসরণ করা হবে।

(৪) **বিদেশী ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্স সনদঃ** বিদেশ থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সাধারণ বিষয়ে অর্জিত ডিগ্রীর ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রকৌশল বিষয়ে ডিগ্রী অর্জনকারীদের বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে সমমানের সনদ সংগ্রহ করে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

(৫) **মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার এবং পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে ঃ**

ক) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা কিংবা পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬/০২/০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;

অথবা

খ) ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

গ) মুক্তিযোদ্ধা সনদ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থী কর্তৃক অবশ্যই মূল সনদ উপস্থাপন করতে হবে এবং উক্ত সনদের একটি সত্যায়িত কপি কমিশনে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

(৬) **উপজাতীদের ক্ষেত্রেঃ** সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।

(৭) **শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেঃ** শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য বয়স ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শারীরিক প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

(৮) **অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রেঃ**

ক) যথাযথ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতার সনদ ।

খ) আর্ট, ক্রাফট, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সুকুমার বৃত্তি, সামাজিক কল্যাণ বা উন্নয়নমূলক কাজে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে কোন সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ফার্ম থেকে অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ন হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ।

গ) আত্মকর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, পেশা সংক্রান্ত সনদ বা অন্য কোন প্রামাণ্য কাগজপত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে ।

(৯) সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদের *"আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তির অংশ"* ।

বিঃ দ্রঃ- উপরে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৯ এর উপানুচ্ছেদ (১) থেকে (৯) পর্যন্ত বর্ণিত সকল সনদ/প্রত্যয়ন পত্র / ব্যাংক থেকে আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদের "প্রার্থীর অংশ" সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে না।

১০। প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এস,এস, সি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লেখা আছে আবেদনপত্রেও সেভাবে লিখতে হবে।

১১। প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা যদি ইতঃপূর্বে সার্টিফিকেট বা অন্যত্র উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা থেকে ভিন্ন হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/পৌর মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারী পাবলিক/প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১২। নির্ধারিত পর্যায়ে গুরুতর (*Substantive*) ত্রুটি ধরা পড়লে প্রার্থীর আবেদনপত্র বাতিল হবে। আবেদনপত্রে কোন মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করলে আবেদনপত্র বাতিলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

১৩। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা/লিখিত পরীক্ষা/ সাক্ষাৎকার কমিশনের আঞ্চলিক অফিস অর্থাৎ চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল বা সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। প্রার্থী কর্তৃক বর্ণিত কোন কেন্দ্রে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা/ লিখিত পরীক্ষা/ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক আসন ব্যবস্থার বিজ্ঞাপনে বা প্রবেশপত্রে/ সাক্ষাৎকার পত্রে উল্লিখিত কেন্দ্রে প্রার্থীকে বাছাই পরীক্ষায়/লিখিত পরীক্ষায়/সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৪। নতুন পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি জনিত কারণে পদসংখ্যা বাড়ানো হতে পারে ।

১৫। কোন পদের জন্য বিশেষ নির্দেশ/শর্ত বা শর্তের পরিবর্তন থাকলে তা পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইট *www.bpsc.gov.bd* এ পাওয়া যাবে।

১৬। <u>বিভাগীয় প্রার্থীর সংজ্ঞা</u> ঃ Departmental Candidates are those who hold post or posts in the same line of service for at least two years either in substantive or officiating capacity and are eligible for promotion or direct recruitment to the post advertised provided that their age at the time of first appointment to government service was within the age limit prescribed for direct appointment to the post. (Government Circular No RV/IP-19/70-205(250) dt.15-4-1972)

১৭। উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন প্রার্থী নিজেকে বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে দাবি করলে তাকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ খধ-্ক প্রদত্ত প্রমাণপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। প্রমাণপত্র না পাওয়া গেলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

১৮। সাধারণ নির্দেশাবলীর অতিরিক্ত টেকনিক্যাল এবং টেকনিক্যাল পদসমূহ ব্যতীত অন্যান্য পদের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার 'ক' ও 'খ' তে উল্লেখিত স্বতন্ত্র নির্দেশাবলী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরনীয় হবে।

১৯। উপযুক্ত ক্ষেত্রে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় বিজ্ঞাপনে বর্ণিত শূন্য পদের সর্বোচ্চ ৫০% পদ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে পূরণ করা যেতে পারে।

২০। নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে বাছাই, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার সিলেবাস (সংযোজনী-ক) অনুসরন করতে হবে।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

স্বতন্ত্র নির্দেশাবলী

(ক) উচ্চতর স্কেলের পদে এবং টেকনিক্যাল পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্যঃ

১। উচ্চতর স্কেলের পদে এবং টেকনিক্যাল পদে আবেদনকারীকে BPSC FORM-3 (মূল আবেদনপত্র) ও BPSC FORM-4 (OMR Form) এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

২। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা না হলে এবং আবেদনপত্র সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সংশ্লিষ্ট শাখার সীল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর না থাকলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। আবেদনপত্র গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক সে কেন্দ্রে কমিশন সচিবালয়ের নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অফিসে ডাক মারফত অথবা হাতে হাতে না পৌঁছালে কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে নাঃ-

(১) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, পুরাতন বিমান বন্দর ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
(২) সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক অফিস, প্লট নং-৪৯, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪০০ ।
(৩) সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক অফিস, প্লট নং-বি-৪৯৪, প্যারামেডিকেল রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০।
(৪) সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক অফিস, ৩৭, খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, ডাকঘর-মুজগুন্নি, খালিশপুর, খুলনা-৯০০০।
(৫) সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক অফিস, বাড়ী-০৬৪৯, মোহাম্মদী হাউজ, বরিশাল সদর, বরিশাল-৮২০০।
(৬) সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক অফিস, বাড়ী নং-২০৮, রোড নং-০৬, ব্লক নং-ই, শাহজালাল উপশহর, সিলেট-৩১০০ ।

৩। BPSC FORM-3 (মূল আবেদনপত্র) ও BPSC FORM-4 (OMR Form) কাল কালির বলপেন দিয়ে পূরণ ও স্বাক্ষর করতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মূল আবেদনপত্র ও BPSC FORM-4 (OMR Form) একটি ইনভেলপে ভরে মুখবন্ধ করে জমা দিতে হবে এবং ইনভেলপের উপর বড় অক্ষরে আবেদনকৃত পদ, দপ্তর ও কেন্দ্রের নাম লিখতে হবে।

৫। সাধারণ নির্দেশাবলী সকল পদের প্রার্থীদের জন্য এবং স্বতন্ত্র নির্দেশাবলী শুধুমাত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরনীয় হবে।

(খ) নন-টেকনিক্যাল (সাধারণ) পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্যঃ

১। নন-টেকনিক্যাল (সাধারণ) পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের BPSC FORM-5 এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

২। বিজ্ঞাপনের নির্দেশাবলী/শর্ত এবং আবেদনপত্রের (BPSC FORM-5) সাথে সরবরাহকৃত "BPSC FORM-5 পূরণের নিয়মাবলী" অনুযায়ী BPSC FORM-5 সঠিকভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করতে হবে এবং সাধারণ নির্দেশাবলীর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট/কাগজপত্রসহ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। (BPSC FORM-5 এর ক্ষেত্রে খামের উপর এবং আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত সকল কাগজপত্রের উপর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে)।

৩। আবেদনপত্র গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ বা তৎপূর্বে সকাল ১০.০০ থেকে ৪.০০ পর্যন্ত কমিশনের ঢাকার আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত ভবন [প্লট-ই/২৭ এবং ২৯,আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (পরিসংখ্যান ভবনের পার্শ্বে)] অথবা টেকনিক্যাল পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র নির্দেশাবলীর ২ নং অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণকালে ইনভেলপের ভিতর রক্ষিত BPSC FORM-5 এবং আলাদাভাবে স্ট্যাপলকৃত ডকুমেন্টসমূহ যাঁচাই করে প্রার্থীকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রবেশপত্র দেওয়া হবে।

৪। BPSC FORM-5 ক্রয়কারী/প্রার্থীকে আবেদনপত্র ক্রয়ের সময় সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল সম্বলিত BPSC FORM-5 ক্রয়ের রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। BPSC FORM-5 দাখিলের সময় উক্ত রশিদের "আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তির অংশ" অবশ্যই পরিচিতি প্রতিপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আবেদনপত্র বাতিল হবে। রশিদের "প্রার্থীর অংশ" মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রর্দশনের জন্য প্রার্থীকে সংরক্ষণ করতে হবে।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

৫। চালানের মূলকপি এবং আবেদনপত্র 'ক্রয়ের রশিদ' BPSC FORM-5 এর দ্বিতীয় অংশ 'পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র' এর নির্দেশিত স্থানে স্ট্যাপল করতে হবে। কাগজপত্র / ডকুমেন্টসমূহ কোনভাবেই BPSC FORM-5 এর প্রথম অংশের সাথে স্ট্যাপল করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

৬। BPSC FORM-5 এর ৭ নং অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ৩ (personal information)- এ 'হ্যাঁ' লিখলে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অত্র নির্দেশাবলীর অনুচ্ছেদ ৯ এর উপানুচ্ছেদ ৫ এর (ক), (খ) ও (গ)-এ উল্লেখিত মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি (ছায়ালিপি) আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৭। **BPSC FORM-5 এর সকল অংশ অবশ্যই কাল কালির বলপেন দিয়ে পূরণ ও স্বাক্ষর করতে হবে।**

৮। **প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ BPSC FORM-5 একটি খামে ভরে মুখখোলা অবস্থায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে এবং খামের উপর বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত পদের নাম, মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লিখতে হবে। উল্লেখ্য, খাম এবং সংযুক্ত সকল সনদপত্রের উপর রেজিঃ নম্বর লিখতে হবে।**

৯। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাছাই/লিখিত পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থীদেরকে বিপিএসসি ফরম-৩ (মূল আবেদনপত্র) বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হবে। প্রবেশপত্র প্রদর্শন করে প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত স্থান থেকে বিপিএসসি ফরম-৩ (মূল আবেদনপত্র) সংগ্রহ করতে হবে। বাছাই পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থীদেরকে বিপিএসসি ফরম-৩ যথাযথভাবে পূরণ করে (BPSC FORM-5 এর অনুরূপ স্বাক্ষরসহ) প্রবেশপত্রের ফটোকপি ইত্যাদি সাধারণ নির্দেশাবলীর ৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সনদ / ডকুমেন্টসহ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে জমা দিতে হবে।

১০। **সাধারণ নির্দেশাবলী** সকল পদের প্রার্থীদের জন্য এবং **স্বতন্ত্র নির্দেশাবলী** শুধুমাত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরনীয় হবে।

১১। কোন পদের জন্য বিশেষ কোন নির্দেশনা/শর্ত বা শর্তের পরিবর্তন থাকলে তা পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞপ্তি এবং কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইট (www.bpsc.gov.bd) এ পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার)।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

সংযোজনী-ক

লিখিত, বাছাই ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সিলেবাস

নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল (সাধারণ) পদসমূহে নিয়োগের জন্য লিখিত, বাছাই ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সিলেবাসসমূহঃ

১।

(ক) নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন ও পরীক্ষার সময়ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর	পাশ নম্বর	পরীক্ষার সময়
১)	বাংলা	৫০	সামগ্রিকভাবে ৪৫% ও টেকনিক্যাল বিষয়ে ২৫%	৩ ঘন্টা
২)	ইংরেজী	৫০		
৩)	সাধারণ জ্ঞান	৪০		
৪)	প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয়	৬০		
	মোট=	২০০		

(খ) নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর নন-টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন ও পরীক্ষার সময়ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর	পাশ নম্বর	পরীক্ষার সময়
১)	বাংলা	৫০	সামগ্রিকভাবে ৪৫%	৩ ঘন্টা
২)	ইংরেজী	৫০		
৩)	সাধারণ জ্ঞান	৪০		
৪)	গণিত ও মানসিক দক্ষতা	৬০		
	মোট=	২০০		

(গ) নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও পাশ নম্বরঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর	পাশ নম্বর	পরীক্ষার সময়
১।	১ম শ্রেণী (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল)	১০০	৪০%	-
২।	২য় শ্রেণী (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল)	৫০	৪০%	-

২। নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল পদের প্রার্থীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে ২৫% নম্বর পেতে হবে। কোন প্রার্থী টেকনিক্যাল বিষয়ে ২৫% এর কম পেলে উক্ত প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে অকৃতকার্য বলে গন্য হবে।

৩। নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর সাধারণ ও টেকনিক্যাল পদে লিখিত পরীক্ষায় পাশ নম্বর গড়ে ৪৫% এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর গড়ে ৪০%। লিখিত পরীক্ষায় কোন বিষয়ে ২৫% নম্বরের কম পেলে প্রার্থী উক্ত বিষয়ে কোন নম্বর পাননি মর্মে গন্য হবে। তবে সাধারণ পদের জন্য কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে ২৫% এর কম নম্বর পাওয়ার পরও অন্যান্য বিষয়ে সামগ্রিকভাবে ৪৫% নম্বর পেলে উক্ত প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হিসেবে গন্য করা হবে। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থী সামগ্রিকভাবে অকৃতকার্য বিবেচিত হবে।

৪। নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বাছাই পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন ও পরীক্ষার সময়ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর	পরীক্ষার সময়
১)	বাংলা	২৫	১ ঘন্টা
২)	ইংরেজী	২৫	
৩)	গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান	২৫	
৪)	সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)	২৫	
	মোট=	১০০	

নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত সিলেবাসঃ

ক্রমিক নং	বিষয় ও সিলেবাস	নম্বর
১।	বাংলা পূর্ণমান-৫০ ক. রচনা খ. সারাংশ/সারমর্ম- গ. পত্র লিখনঃ ব্যক্তিগত পত্র, আবেদনপত্র, পত্রিকায় প্রকাশার্থে পত্র, ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র, স্মারকলিপি। ঘ. বঙ্গানুবাদ ঙ. ব্যাকরণঃ ভাষার সংজ্ঞা, ভাষার রূপ, সাধুভাষা ও চলিত রীতির রূপান্তর, দেশী ও বিদেশী শব্দ, ণত্ববিধান ও ষত্ববিধানের সংজ্ঞা ও নিয়মাবলী, দ্বিরুক্ত শব্দ, পদ, ধাতু, উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, যতি বা বিরাম চিহ্ন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, প্রতিশব্দ ও সমার্থক শব্দ, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ, একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ।	১৫ ০৫ ১০ ০৫ ১৫
২।	ইংরেজী পূর্ণমান-৫০ a. Essay (With hints) b. Letter: Official/ Demi-Official/ Memorandum/ Business Type. c. Comprehension d. Grammar: Use of verb, Preposition, Voice, Narration, Correction of errors in composition, use of words having similar pronunciation but conveying different meaning, use of idioms and phrases.	১৫ ১০ ১০ ১৫
৩।	সাধারণ জ্ঞান পূর্ণমান-৪০ ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলীঃ বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অবদান, উন্নয়ন পরিকল্পনা। খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠন সমূহ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, গ্লোবালাইজেশন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থান সমূহ। গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিঃ দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বায়ু, মাটি, তাপ, বিদ্যুৎ, আলো, চুম্বক, খাদ্যের উপাদান, জনস্বাস্থ্য, দূষণ, কম্পিউটার।	১৫ ১৫
৪।	প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় পূর্ণমান-৬০ ক. তাত্ত্বিক বিষয় (Theoretical) খ. ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বিষয় (Application)	২০ ৪০
৫.	গনিত পূর্ণমান- ৬০ ১) পাটিগণিতঃ সেট ও সংখ্যা, সরল, গড়, লাভ-ক্ষতি, শতকরা, সুদকষা, ক্ষেত্রফল, অনুপাত, সমানুপাত। ২) বীজগণিতঃ বর্গ ও ঘন এর সূত্র এবং এর ব্যবহার, ল.সা.গু, গ.সা.গু, উৎপাদকে বিশ্লেষণ, সমাধান, মান নির্ণয় ইত্যাদি। ৩) জ্যামিতিঃ প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা, রেখা, বিন্দু, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় বিষয়াদি; ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কীয় বিষয়াদি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি। ৪) মানসিক দক্ষতাঃ Ability to understand language, decision making ability, ability to measure spatial relationship and direction, problem solving ability, perceptual ability etc.	১৫ ১৫ ১০ ২০

বি.দ্র.- ১ম শ্রেণীর পদের জন্য প্রশ্নপত্র স্নাতকোত্তর মানের হবে। গণিতের প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রে এস.এস.সি. (elementary) মানের হবে। ১ম শ্রেণীর টেকনিক্যাল পদের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান ও প্রাসংগিক টেকনিক্যাল বিষয়ে এবং নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান ও গণিত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

৬। **নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণীর টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত সিলেবাসঃ**

ক্রমিক নং	বিষয় ও সিলেবাস	নম্বর
১।	বাংলা পূর্ণমান-৫০	
	ক. রচনা	১৫
	খ. সারাংশ/সারমর্ম-	০৫
	গ. পত্র লিখনঃ ব্যক্তিগত পত্র, আবেদনপত্র, পত্রিকায় প্রকাশার্থে পত্র, ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র, স্মারকলিপি।	১০
	ঘ. বঙ্গানুবাদ	০৫
	ঙ. ব্যাকরণঃ ভাষার সংজ্ঞা, ভাষার রূপ, সাধুভাষা ও চলিত রীতির রুপান্তর, দেশী ও বিদেশী শব্দ, ণত্ববিধান ও ষত্ববিধানের সংজ্ঞা ও নিয়মাবলী, দ্বিরুক্ত শব্দ, পদ, ধাতু, উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, যতি বা বিরাম চিহ্ন, অশুদ্ধি সংশোধন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, প্রতিশব্দ ও সমার্থক শব্দ, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ, একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ।	১৫
২।	ইংরেজী পূর্ণমান-৫০	
	a. Essay (With hints)	15
	b. Letter: Official/ Demi-Official/ Memorandum/ Business Type.	10
	c. Comprehension	10
	d. Grammar: Use of verb, Preposition, Voice, Narration, Correction of errors in composition, use of words having similar pronunciation but conveying different meaning, use of idioms and phrases.	15
৩।	সাধারণ জ্ঞান পূর্ণমান-৪০	
	ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলী ঃ বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অবদান, উন্নয়ন পরিকল্পনা।	১৫
	খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠন সমূহ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, গ্লোবালাইজেশন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থান সমূহ।	১৫
	গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঃ দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বায়ু, মাটি, তাপ, বিদ্যুৎ, আলো, চুম্বক, খাদ্যের উপাদান, জনস্বাস্থ্য, দূষণ, কম্পিউটার।	১০
৪।	প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় পূর্ণমান-৬০	
	ক. তাত্ত্বিক বিষয় (Theoretical)	২০
	খ. ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বিষয় (Application)	৪০
৫।	গনিত পূর্ণমান- ৬০	
	১) পাটিগণিতঃ সেট ও সংখ্যা, সরল, গড়, লাভ-ক্ষতি, শতকরা, সুদকষা, ক্ষেত্রফল, অনুপাত, সমানুপাত।	৩০
	২) বীজগণিতঃ বর্গ ও ঘন এর সূত্র এবং এর ব্যবহার, ল.সা.গু, গ.সা.গু, উৎপাদকে বিশ্লেষণ, সমাধান, মান নির্ণয় ইত্যাদি।	২০
	৩) জ্যামিতিঃ প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা, রেখা, বিন্দু, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সম্পর্কীয়, বিষয়াদি; ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কীয় বিষয়াদি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।	১০

বিঃ দ্রঃ- ২য় শ্রেণীর পদের জন্য প্রশ্নপত্র স্নাতক মানের হবে। গণিতের প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রে এস.এস.সি. (elementary) মানের হবে। টেকনিক্যাল পদের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের সাথে প্রাসংগিক টেকনিক্যাল বিষয় এবং নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের সাথে গণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

৭। **ব্যতিক্রমঃ**

(ক) সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য পৃথক নিয়োগ বিধিমালা থাকায় এ নিয়ম তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্য যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন ১ম শ্রেণীর প্রবেশ পদের (Base post) উচ্চতর বেতন স্কেলের পদ অর্থাৎ বেতন স্কেল টাঃ- ১১০০০-২০৩৭০/- এর পরবর্তী যে কোন উচ্চতর বেতন স্কেলের পদে সরাসরি পন্থায় প্রার্থী নিয়োগের বিধান রয়েছে সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তবে শূন্য পদের চেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হলে প্রয়োজনবোধে লিখিত/প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হতে পারে।

৮। **প্রশাসনিক কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী) পদসমূহে নিয়োগ পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ও সময়ঃ-**

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিষয়	মোট নম্বর	সময়
১.	লিখিত	বাংলা	৭৫	৩ ঘন্টা
		ইংরেজী	৭৫	
		সাধারণ জ্ঞান	২৫	
		গণিত	২৫	
২.	মৌখিক	-	২৫	-

সর্বমোট নম্বর ২২৫

বি.দ্র.- (ক) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
(খ) কম্পিউটারে Word Processing এর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৯। **ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী) পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ও সময়ঃ-**

(ক) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাঃ-

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিষয়	মোট নম্বর	সময়
১।	লিখিত	বাংলা	৩০	৯০ মিনিট
		ইংরেজী	৩০	
		সাধারণ জ্ঞান	২০	
		গণিত	২০	
২।	মৌখিক	-	১০	-

সর্বমোট নম্বর = ১১০

(খ) সাঁট-লিপি ও মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষাঃ-

বিষয়	ইংরেজীতে সর্বনিম্নগতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্নগতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজী পরীক্ষার মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষার মোট নম্বর
সাঁট-লিপি	৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০
মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০

বি.দ্র.-
(গ) লিখিত পরীক্ষায় এবং অংশ (খ) এ বর্ণিত সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর, কম্পিউটার এ্যাপটিটিউট টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
(ঘ) কম্পিউটারে Word Processingসহ e-mail ও Fax পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার)।

***